

## আইজিপি সাথে এক সন্ধ্যা

কাজী জহিরুল ইসলাম

মাঝে মাঝে কোন কারণ ছাড়াই মন খারাপ হয়। আজও আমার সেইরকম মন খারাপ। হাঁটার কাপড় পরে বেরিয়ে পড়লাম। সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে পড়েছে। বড় বড় দালানের ছায়ায় ঢাকা পড়েছে মারকোরির রাস্তাগুলো। দালানের ছায়া মাড়িয়ে ইউলফ্রেডের লোহার গেটের সামনে এসে যখন দাঁড়িয়েছি তখন সেল ফোন বেজে উঠলো। একই সঙ্গে ইউলফ্রেডের পোষা একদল খুসর পাপাগাই (টিয়াপাখি) টাটা ট্যা করে রণসঙ্গীত গেয়ে ওঠে। ওরা আমাকে চেনে। এটা ওদের অভিবাদন। ‘জহির ভাই, আপনি বোধ হয় ভুলে গেছেন, আজ বাংলাদেশ থেকে আমাদের আইজিপি সাহেব আসার কথা। উনি এসেছেন। উনাকে নিয়ে একটু আবিদজান শহর ঘুরে দেখাতে চাই। আপনি কি সময় দিতে পারবেন?’ এসপি রুহুল আমিন আমার পূর্ব পরিচিত, আমরা একসঙ্গে কসোভোতে কাজ করেছি। অতীতের চেনা মানুষ কোন এক বিচিত্র উপায়ে আত্মীয় হয়ে যায়। আমিন সাহেবের প্রতি আমি এই আত্মীয়তার টানটা অনুভব করি। আমার বৈকালিক হাঁটা আজকের মতো এখানেই শেষ। তিনি জানানেন, ‘আমরা আপনার জন্য ক্যাপসুড-এ অপেক্ষা করছি’।

ক্যাপসুডে পৌঁছে দেখি ছয়ফুট লম্বা এক সুদর্শন পুরুষ, বাংলাদেশের আইজিপি, জবান নূর মোহাম্মদ। কিছু মানুষকে প্রথম দর্শনেই ভালো লেগে যায়। তিনি সেইরকম একজন মানুষ। আমি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, ‘কাজী জহিরুল ইসলাম’। তিনি আমার হাতটা ধরে রেখেই পাল্টা প্রশ্ন করলেন, ‘লেখক? আপনিতো লেখেন?’ আমি সম্মতিসূচক মাথা নাড়তেই তিনি আমার লেখার প্রতি বেশ উচ্ছাস প্রকাশ করলেন, ‘আপনি এতো সুন্দর করে কিভাবে লেখেন? আমার খুব ভালো লাগে।’ কোন একটি লেখা সম্পর্কে উদ্ধৃতিসহ মন্তব্যও করলেন। বুঝলাম, তিনি আমার লেখার সঙ্গে ভালোভাবেই পরিচিত। আমাদের লেখক সমাজে কেউ যখন অন্যের লেখার প্রশংসা করে তখন ধরেই নিতে হয়, একটা উদ্দেশ্য আছে। তখন আমি সাপ্তাহিক পূর্ণিমার কন্ট্রিবিউটর, আতাহার খান নির্বাহী সম্পাদক। বিশেষ সংখ্যার জন্য রফিক আজাদের কবিতা দরকার। আতাহার ভাই বললেন, দেখেনতো রফিক ভাইয়ের কোন কবিতা পান কি-না? আমি দেখি ইন্ডোফাকের সাময়িকীতে রফিক ভাইয়ের একটি তাজা কবিতা। আতাহার ভাই ফোনে রফিক ভাইকে পেয়ে গেলেন। ‘হ্যালো’ না বলেই রফিক ভাইয়ের কবিতা থেকে একটি লাইন আওড়ালেন, ‘ওস্তাদ, যা লেখছেন না, অসাধারণ’। তারপর বিশেষ সংখ্যার জন্য লেখা চাইলেন। আমরা লেখকরা এই উদ্দেশ্যমূলক প্রশংসাটা বুঝি। বুঝেও না বোঝার ভান করি এবং আনন্দে গদগদ হই। আইজিপি সাহেবের প্রশংসায় আমি মুগ্ধ দুটি কারণে। প্রথমত, এই প্রশংসাটা খাঁটি। দ্বিতীয়ত, তার মতো একজন মহাব্যস্ত মানুষের অতি গুরুত্বপূর্ণ সময় থেকে আমার সামান্য রচনা কিছুটা সময় কেড়ে নিতে পেরেছে। এটা আমার জন্য এক বিরাট প্রাপ্তি। মনটা ভালো হয়ে গেল।

বাংলাদেশ পুলিশের দুটি ফর্মড পুলিশ ইউনিট আছে আইভরিকোস্টে। এক’শ পঁচিশ সদস্যের ইউনিট দুটির কমান্ডার যথাক্রমে এসপি রুহুল আমিন এবং এসপি আকরাম হোসেন। এছাড়া ডিআইজি হেলাল বদরী আছেন ইউএনপোল হিসেবে। আইভরিকোস্ট মিশনে বাংলাদেশ পুলিশ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তাদের দায়িত্ব পালন করে এরি মধ্যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। পুলিশের বেশ ক’টি লাক্সারি গাড়ি থাকা সত্ত্বেও নূর মোহাম্মদ ভাই আমার গাড়িতেই উঠতে চাইলেন। চালকের আসনে আমি, পাশে তিনি, পেছনে অন্য তিনজন। আমরা বেরিয়ে পড়লাম নগর দর্শনে। নীল লেগুনের ওপর ভাসছে আবিদজান শহর। এই শহরের অলি-গলি, বার-রেস্তোরা, অগণিত সুপারমার্কেট ছাড়িয়ে আমরা

উঠে এলাম দ্যা গল সেতুর ওপর। দু'পাশে নীল লেগুন, মাথার ওপরে নীল আকাশ, সামনে প্লাতুর মাথার তাজ একটি মসজিদের সুদৃশ্য নীল গম্বুজ।

আমি আসলে সুযোগ খুঁজছিলাম, কোন এক প্রসঙ্গের সূত্র ধরে বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আইজিপি সাহেবের সাথে কথা বলার। মিশনের পুলিশী কর্মকান্ড নিয়ে কথা বলতে গিয়েই সুযোগটি এসে গেল। আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে পুলিশের ব্যর্থতা নিয়ে যখনি কথা উঠেছে, পুলিশের বড় কর্তারা সবসময়ই রাজনীতিবিদদের ওপর দোষ চাপিয়েছেন। তারা সবসময়ই বলতেন, আমাদের ওপর চাপ আসে অমুক-তমুককে ধরা যাবে না, অমুককে ছেড়ে দিতে হবে, তমুক যা যা করছে তাকে করতে দিতে হবে। এখনতো দেশে রাজনীতি নেই। রাজনৈতিক সরকার ক্ষমতায় নেই। এখন পুলিশ বিভাগের এফিশিয়েন্সি কতখানি বেড়েছে, এ প্রশ্ন খুবই সম্ভব হবে বলে মনে করি। আইজিপি সাহেব বেশ স্পষ্ট ভাবেই জানালেন, এখন পুলিশের ওপর কোন প্রকার চাপ নেই। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম পুলিশ বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে। কোন রকম লেনদেন ছাড়াই রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে।

তবে পাশাপাশি তিনি এ-ও স্বীকার করেন দীর্ঘদিনের আবর্জনা ধুয়ে মুছে সাফ করতে কিছুটা সময় লাগবে। পুলিশ বিভাগকে কিছুটা ঢেলে সাজাতেও হবে। পৃথিবীর অনেক দেশেই পুলিশ বিভাগের ভিন্ন বেতন কাঠামো আছে। বেতনের টাকায় যদি ন্যূনতম চাহিদা পূরণ না হয় তাহলে দুর্নীতির প্রবনতা তৈরী হয়। থানাগুলোর যুক্তিসঙ্গত অপারেশন্যাল বাজেট থাকা দরকার। একজন সাব-ইন্সপেক্টর বা তদন্ত কর্মকর্তা যখন নিজের টাকায় মোটর সাইকেলের তেল কিনে তদন্ত করতে যায় তখন স্বভাবতই তার অবৈধ আয়ের প্রবনতা বাড়ে। পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশের ট্রাফিক পুলিশ তার অর্জিত ট্রাফিক ফাইনের একটি অংশ বৈধভাবে পেয়ে থাকে। এই বিষয়গুলো আমাদের ভেবে দেখতে হবে।

এখনতো আমাদের পুলিশ সদস্যরা জাতিসংঘের পুলিশ বাহিনীতে হরহামেশায় যোগদান করে ব্যক্তিগত নৈপুণ্য প্রদর্শন করছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক মানের আধুনিক যন্ত্রপাতি না থাকার কারণে প্রায়শই আমরা অন্য অনেক দেশের সাথে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ি। জাতিসংঘ মিশনে কাজ করে সেনাবাহিনীর পাশাপাশি পুলিশের উইনিটগুলোও দেশের জন্য মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। কাজেই আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন যন্ত্রপাতির সমন্বয়ে একটি দক্ষ পুলিশবাহিনী গড়ে তোলা এখন সময়ের দাবী। একটি দক্ষ এবং আধুনিক পুলিশ বাহিনীর পক্ষেই কেবল সম্ভব সম্ভ্রাস ও অন্যান্য সামাজিক অপরাধ নির্মূল করে একটি অপরাধমুক্ত, নির্ভয়, নিরাপদ দেশ উপহার দেওয়া।

পুলিশ প্রধানের এই কথাগুলোই যখন প্রতিধ্বনিত হলো সেনাপ্রধানের ‘দক্ষিণ এশিয়ায় দুর্নীতি কমাতে করণীয়’ শীর্ষক কর্মশালায় তখন আমরা আশান্বিত হতে পারি আমাদের পুলিশ বিভাগের আধুনিকায়নে খুব শিগগিরই কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

ঘন্টা দেড়েকের রাইড শেষে আমরা ফিরে আসি ক্রিস্টাল প্যালেসে নৈশ-ভোজের জন্য। সুবিশাল লেগুনের ওপর ভাসছে ক্রিস্টাল প্যালেস। মাথার ওপরে খোলা আকাশ, সেখানে শুরুপক্ষের চাঁদ। বহুদূরে, লেগুনের ওপারে অয়েল রিফাইনারীগুলোতে জ্বলছে অসংখ্য শহরবাতি, তার মাঝখানে নৃত্যরত মুক্ত অনলের অনির্বান শিখা। মনোরম আবিদজান শহরের সান্ধ্যসৌন্দর্যের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে আমরা সবাই নস্টালজিক হয়ে পড়ি। এইরকম একটি নিষ্কলুষ, স্নিগ্ধ শহরের হাতছানি আমরা সবাই অনুভব করতে থাকি।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট

১২/০৭/০৭

